সহীহ হাদীসের আলোকে

রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান

রচনায়ঃ

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান

রচনায়ঃ
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদুর রহমান ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটারঃ
অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Raful Yadayn Na Korar Bidhan
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

সুচিপত্র

আল্লামা শাহ আহমাদ শফি দা. বা এর অভিমত- ৪
হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর অভিমত- ৫
লেখকের কথা- ৬
রাফউল ইয়াদাইন- ৭
রাফউল ইয়াদাইল একবার- ৭
আহলে হাদীসগণ চার জায়গায় রফউল ইয়াদাইন করেন- ৮
সাত জায়গায় রফউল ইয়াদাইন- ৯
প্রথম রাকাত- ১৩
দ্বিতীয় রাকাত- ১৩
তৃতীয় রাকাত- ১৩
চার রাকাত- ১৩
হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীসে রাফউল ইয়াদাইন বর্ণনায় হাদীস মুযতারিব- ১৫
আহলে হাদীস বন্ধুগণের দাবী- ১৮
উত্তর- ২০
ইবনে ওমর রাযি. এর আমল তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন না- ২১
সন্দেহ নিরসন- ২২
মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর হাদীসে এযতেরাব- ২৩
রাফউল ইয়াদাইন না করা- ২৩
খেলাফাতে রাশেদা যুগে রাফউল ইয়াদাইন করা হত না- ২৯
মদিনায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল- ৩০
মক্কায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল- ৩০
সাহাবী ও তাবেয়ী যুগে রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল- ৩১
রাফউল ইয়াদাইনের উপর রাফউল ইয়াদাইন না করার প্রাধান্যতা- ৩১

পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আওলাদে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আল্লামা সায়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, মুসলেহে উম্মাহ, বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যা এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম এর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও শায়খুল হাদীস শায়খুল ইসলাম

"আল্লামা শাহ আহমদ শফি" দা. বা. এর

অভিমত ও দু'আ

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد.

পবিত্র কুরআন ও হাদীস গবেষণা করলেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে না। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।[১] এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, **« مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ».** আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না।[২] এ জাতীয় হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা যাবে না। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীস নামের কিছু লোকেরা যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, রাফউল ইয়াদাইন না করার পক্ষেও হাদীস নিতান্ত দূর্বল। ও সুন্নাত বিরোধী। একথা সম্পূর্ণ ভুল।

এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগের্দ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- **'সহীহ হাদীসের আলোকে রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান'** বইটি রচনা করেছে। বইটি দলীলসমৃদ্ধ একটি কিতাব। রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করা বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সংশয় নিরসনের পর্যাপ্ত উপাদান এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। লিখককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আহমাদ শফী

১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ইসায়ী

[১]. সুরা বাকারা আয়াত ২৩৮।

[২]. সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৬ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান, হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সম্মানিত আমীর, **আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.** এর সুযোগ্য খলীফা,

হাফেয মাওলানা মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিলে এ কথার স্পষ্ট হয়ে যায়, যে নামাযের তাকবীরগুলোতে প্রথমে রাফউল ইয়াদাইন ছিল। পরবর্তীতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কোন তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন না করার বর্ণনা এসেছে। তা সত্ত্বেও গোলযোগ সৃষ্টিকারী ফেতনাবাজ লা মাযহাবীগণ তাদের নিয়মানুযায়ী উম্মতের আমলকে বিতর্কের বস্তু বানিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরছে। তাই এ বিষয়ে জনমনের সংশয় দূর করতে আমারই ছোট ভাই মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম **"সহীহ হাদীসের আলোকে রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান"** নামক কিতাবটি রচনা করেছে।

আমি তার কিতাবকে নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে কবুল করুন। আমীন।

অহিদুর রহমান
১৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী
০১ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
রাত ৯:১৬ মিনিট

লেখকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেভাবে রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীস প্রমাণিত। তেমনি রাফউল ইয়াদাইন না করাও প্রমাণিত। এ বিষয়ে কোন প্রকার দ্বিমত নেই। যারা করেন, তাদের পক্ষে যেমন হাদীস রয়েছে, তেমনি যারা করেন না তাদের পক্ষেও হাদীস রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কিছু আহলে হাদীস বন্ধুগণ এভাবে বক্তব্য প্রদান করছেন যে, একমাত্র সঠিক সুন্নাত হল, রাফউল ইয়াদাইন করা। যারা করে না, তারা সুন্নাহ পালন করে না। অথচ রাফউল ইয়াদাইন না করা সুন্নাত সেটাই প্রমাণিত। হাদীস গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করলে একথারই প্রমাণ হয়। কেননা রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে হযরত ইবনে ওমর রাযি. ও হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর হাদীস সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ণনা। অথচ বর্ণনাতে ইযতেরাব বিদ্যমান। একেক হাদীসের বর্ণনা একেক রকম। তা ছাড়াও রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীসগুলি ফে'লী। আর না করার হাদীসগুলি কওলী, মৌখিক ও ফে'লী দু' ধরণেরই বিদ্যমান। এরপর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে রাফউল ইয়াদাইন না করার কথাও স্পষ্ট প্রমাণ। পক্ষান্তরে রাফউল ইয়াদাইন করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। সে হিসেবে গবেষকগণের মতে রাফউল ইয়াদাইন না করা সুন্নাত।

আর আহলে হাদীস বন্ধুগণের তরফ থেকে মিথ্য প্রচারণা "রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষের হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'।" কথাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বানোয়াট বৈ কিছুই নয়।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

অকিল উদ্দিন

১৮ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরী, ৩০অক্টোবর ২০১৫ ঈসায়ী, সন্ধ্যা ৬:১৪ মিনিট

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

বর্তমান সময়ে তথাকথিত নামধারী আহলে হাদীস বন্ধুগণ জনমনে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ ছড়াচ্ছে যে, আমাদের আদায়কৃত নামায সঠিক নয়, কেননা আমরা নামাযে বিভিন্ন প্রকার ভুল করে থাকি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা কুরআন সুন্নাহ এর আলোকে নামায পড়ার পরও তারা এ ধরণের বক্তব্য কেন দেয়? তা আমাদের বোধগম্য নয়। অথচ তারা তাদের মতগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বদা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া নতুন কিছু নয়। এমনকি তারা অগ্রহণযোগ্য ও জাল হাদীস দ্বারাও মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। আর জনসাধারণও তাদের নিকট কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান না থাকায়, আখেরাত ও জাহান্নামের ভয়ে তাদের দেখানো পথে পা দিয়ে চলেছে। তাদের আলোচিত একটি বিষয় হলো, নামাযে রফউল ইয়াদাইন করা। নামাযে রাফউল ইয়াদাইন না করলে নামায হবে না। রাফউল ইয়াদাইন না করার কোন সহীহ হাদীস নেই। এভাবে বিভিন্ন প্রকার অসত্য বক্তব্য দিয়ে চলেছে। যা ডাহা মিথ্যা বৈ কিছুই নয়।

তাই আমরা এখানে রফউল ইয়াদাইন করা ও না করা বিষয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

রাফউল ইয়াদাইন (رفع اليدين) অর্থ- দু'হাত উঁচু করা।

আমরা নামাযের শুরুতে যে দু'হাত উত্তোলন করি। এটিকে রাফউল ইয়াদাইন বলে।

মূলত- নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। তবে নামাযে রাফউল ইয়াদাইন কত জায়গায় করতে হবে এ বিষয়ে দ্বিমত বিদ্যামান।

রাফউল ইয়াদাইন একবার

আমাদের হাদীস গবেষণা মতে নামাযে একবারই তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত ইত্তোলন করতে হবে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আলক্বামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায আদায় করব? এরপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং তাতে প্রথম বার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় হাত তুললেন না।[৩]

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসটি হাসান।[৪] আলবানী রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫]

অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিহ হল যে, নামাযে একবার তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করতে হবে। এ বিষয়ে একটু পরে আরো কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তবে প্রথমে রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা পেশ করছি।

আহলে হাদীসগণ চার জায়গায় রফউল ইয়াদাইন করেন।

আহলে হাদীস বন্ধুগণ নামাযে চার জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করে থাকেন। ১. তাকবীরে তাহরীমার সময়। ২. রুকুতে যাওয়ার সময়। ৩. রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়। ৪. তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে হাত বাধার সময়।

এ বিষয়ে তারা বেশ কিছু দলিল পেশ করে থাকেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবীর

[৩] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[৪] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[৫] . সহীহ ও যয়ীফ তিরমিযি ১/২৫৭ হা. ২৫৭

বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন।[৬]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে ওমর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন।[৭]

আহলে হাদীস বন্ধুগণ নিজেদের হাদীস অনুসারী দাবী করেও তারা হাদীস মানে না। রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে তারা আমল করে না। নিজেরা রাফউল ইয়াদাইন আমল করে দাবী করেও তারা নিজেরা হাদীসে বর্ণিত রাফউল ইয়াদাইন করে না। জনসম্মুখে এ বিষয়ের বর্ণনা ও আলোচনাও করে না।

রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করার হাদীস গবেষণা করলে দেখা যায় কয়েক জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আমরা সেগুলি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সাত জায়গায় রফউল ইয়াদাইন

১. শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করার কথা বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আলক্বামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে

[৬]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৬ আযান অধ্যায়, নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে উভয় হাত উঠানো।

[৭]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায আদায় করব? এরপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং তাতে প্রথম বার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় হাত তুললেন না।[৮]

২. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করার কথা বর্ণিত হাদীস-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন।[৯]

৩. সিজদায় যেতে রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয় বর্ণিত হাদীস-

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে তার মাথা তুলতেন আর যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তার হাতদ্বয় তার উভয় কানের লতি বরাবর হতো।[১০]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১১]

---

[৮] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[৯] . বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৬ আযান অধ্যায়, নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে উভয় হাত উঠানো।

[১০] . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

[১১] . সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সালাত শুরু করতেন, যখন তিনি রুকু করতেন, এবং সিজদা করতেন, তার দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।[১২] আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৩]

৪. দুই সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা কথা বর্ণিত হাদীস-

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ » .

হযরত ইয়াহয়া ইবনে আবু ইসহাক রহ, বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. কে দেখেছি, তিনি দু' সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করতেন।[১৪] হাদীসটি সহীহ।

৫. দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা বিষয়ের হাদীস-

عَنْ أَبِى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ – قَالَ – ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

হযরত ওয়ায়েল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার সময় দু'হাত উঠাতেন, পরে তিনি তার হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকু করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় হাত দুখানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু

[১২] . ইবনে মাজাহ ১/২৮০ হা. ৮৬০ নামায অধ্যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করা।

[১৩] . সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৪২ হা. ৭০০

[১৪] . জুযউ রাফইল ইয়াদাইন ১/১০২ হা. ১০১

হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। অতঃপর তিনি সিজদায় যান এবং স্বীয় চেহারা দু' হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। অতপর তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হাত দুখানা উত্তোলন করেন। এভাবে তিনি তার নামায শেষ করেন।[১৫]

আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৬]

৬. তৃতীয় রাকাতে রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করা বিষয়ে হাদীস-

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে ওমর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন।[১৭]

৭. প্রত্যেক তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন তথা দু'হাত উত্তোলন করা বিষয়ে হাদীস-

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

হযরত উমায়র ইবনে হাবীব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের প্রত্যেক তাকবীরের সাথে তার উভয় হাত উপরে উঠাতেন।[১৮] হাদীসটিকে আলবানী রহ. সহীহ বলেছেন।[১৯]

---

[১৫]. আবু দাউদ ১/২৬৩ হা. ৭২৩ নামায অধ্যায়, দু'হাত উত্তোলন পরিচ্ছেদ।

[১৬]. আবু দাউদ ১/২৬৩ হা. ৭২৩ নামায অধ্যায়, দু'হাত উত্তোলন পরিচ্ছেদ।

[১৭]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

[১৮]. ইবনে মাজাহ ১/২৮০ হা. ৮৬১ নামায অধ্যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করা।

[১৯]. সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৪২ হা. ৭০১

তবে এবার প্রমাণিত হলো যে, নামাযে রফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে সাত প্রকারের হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অতএব উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকে চার রাকাত নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে-

প্রথম রাকাত-

১. তাকবীরে তাহরীমার সময়। ২. রুকুতে যাওয়ার সময়। ৩. রুকু থেকে উঠার সময়। ৪. সিজদায় যাওয়ার সময়। ৫. প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময়। ৬. দু' সিজদার মাঝখানে। ৭. দ্বিতীয় সিজদা করতে।

দ্বিতীয় রাকাত-

৮. দ্বিতীয় সিজদা থেকে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠতে। ৯. দ্বিতীয় রাকাতে রুকু করতে। ১০. রুকু থেকে উঠতে। ১১. সিজদায় যেতে। ১২. প্রথম সিজদা থেকে উঠতে। ১৩. দু' সিজদার মাঝখানে। ১৪. দ্বিতীয় সিজদায় যেতে। ১৫. দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠতে।

তৃতীয় রাকাত-

১৬. তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে। ১৭. তৃতীয় রাকাতের রুকু করতে। ১৮. রুকু থেকে উঠতে। ১৯. সিজদায় যেতে। ২০. প্রথম সিজদা থেকে উঠতে। ২১. দু' সিজদার মাঝখানে। ২২. দ্বিতীয় সিজদা করতে।

চার রাকাত-

২৩. দ্বিতীয় সিজদা থেকে চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াতে। ২৪. রুকু করতে। ২৫. রুকু থেকে উঠতে। ২৬. সিজদায় যেতে। ২৭. প্রথম সিজদা থেকে উঠতে। ২৮. দু' সিজদার মাঝখানে। ২৯. দ্বিতীয় সিজদা করতে। ৩০. দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠতে।

সুতরাং সে হিসেবে চার রাকাত নামাযে রাফউল করতে হবে মোট ৩০ বার।

তবে দু'সিজদার মাঝখানে রাফউল ইয়াদাইন না করারও হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলি হলো,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ

وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

হযরত নাফে রহ. থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইবনে ওমর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।[২০]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَكَعَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, তখন তিনি তার দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং রুকুতে যেতেন এবং যখন তিনি তার মাথা রুকু থেকে উঠাতেন (তখনও হাত উঠাতেন)। তবে দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না। [২১]

আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২২]

এ হিসেব করলে চার রাকাতে চার বার কমে যাবে। সে হিসেবে চার রাকাত নামাযে ২৬ বার রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে।

সিজদায় যেতে এবং সিজদা থেকে উঠতে রাফউল না করারও হাদীস রয়েছে। তা হলো,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ

[২০] . বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

[২১] . ইবনে মাজাহ ১/২৭৯ হা. ৮৫৮ নামায অধ্যায়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করা।

[২২] . সহীহ ইবনে মাজাহ ৩/১৭ হা. ৬৯৮

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন, তখন তার উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকুর তাকবীর বলতেন, তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। কিন্তু সিজদায় যেতে এরূপ করতেন না। আর সিজদা থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরুপ করতেন না।[২৩]

এ হিসেবে প্রতি রাকাতে দু'বার করে কমে যাবে। সে হিসেবে চার রাকাতে ৮ বার কমে যাবে। অতএব চার রাকাত নামাযে ১৮ বার রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে।

প্রথমতঃ হাদীস দ্বারা চার রাকাত নামাযে ৩০ বার রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়। সেখান থেকে দু' সিজদার মাঝখানে না করার হাদীস মানলে ২৬ বার রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়। সেখান থেকে সিজদায় যেতে ও সিজদা থেকে উঠতে না করার হাদীস মানলে ১৮ বার রাফউল ইয়াদাইন করা প্রমাণিত হয়।

অথচ আহলে হাদীস বন্ধুগণ চার রাকাত নামাযে মাত্র ১০ বার রাফউল ইয়াদাইন করেন। তাকবীরে তাহরীমার সময় একবার। প্রতি রাকাতে রুকুতে যেতে। রুকু থেকে উঠতে। এভাবে চার রাকাতে আট বার। দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াতে এক বার। মোট ১০ বার রাফউল ইয়াদাইন করেন।

হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর হাদীসে রাফউল ইয়াদাইন বর্ণনায়

হাদীস মুযতারিব-

১. শুধু মাত্র তাকবীরে তাহরীমায় রাফউল ইয়াদাইন করা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ لِلصَّلَاةِ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতে কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।[২৪]

---

[২৩]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৮ আযান অধ্যায়, উভয় হাত কতটুকু উঠাবে।

[২৪]. আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা। ১/১৬৬ নামায অধ্যায়, তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুতে রফয়ে ইয়াদাইন করা।

২. তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন না করা।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি নামায শুরু করতেন, কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর হাত উঠাতেন না এবং দু' সিজদার মাঝখানেও হাত উঠাতেন না।[২৫]

৩. তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু থেকে উঠে রাফউল ইয়াদাইন করবে। সিজদাতে রাফউল ইয়াদাইন করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করার সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখনও অনুরূপভাবে তুলতেন এবং বলতেন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অবশ্য সিজদার সময় তিনি হাত উঠাতেন না।[২৬]

৪. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে এবং সিজদার মাঝে রাফউল ইয়াদাইন করবে না।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

[২৫]. মুসনাদে হুমায়দী ২/২৭৭ হা. ৬১৪

[২৬]. মুআত্তা মালেক ১/৭৫ হা. ১৬৩ নামায অধ্যায়, নামায শুরু পরিচ্ছেদ।

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসুল যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।[২৭]

৫. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে, তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত নাফে রহ. হযরত ইবনে ওমর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন এবং দু'রাকাত আদায় করার পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণিত বলেছেন।[২৮]

৬. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে, তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠতে, সিজদার জন্য রাফউল ইয়াদাইন করবে।

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا.

وَعَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

হযরত নাফে রহ. তিনি হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, আর যখন রুকু করতেন, এবং سمع الله لمن حمده : "সামিলল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, (অর্থাৎ রুকু থেকে উঠতেন)। অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাকাত হতে দাঁড়াতেন, দু'হাত উত্তোলন করতেন।

---

[২৭]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৬ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

[২৮]. বুখারী শরীফ ১/১৪৮ হা. ৭৩৯ আযান অধ্যায়, দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো।

যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি সালেম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে তিনি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।[২৯]

وَزَادَ وَكِيْعٌ عَنِ الْعُمَرِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ.

হযরত ওয়াকী রহ. বৃদ্ধি করেছেন, তিনি উমারী রহ. থেকে, তিনি নাফে রহ. থেকে, তিনি ইবনে ওমর রাযি. থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন এবং সিজদা করতেন উভয় হাত উত্তোলন করতেন।[৩০]

৭. প্রত্যেক উচু নিচুতে রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো, বসা, ও সিজদার মাঝে রাফউল ইয়াদাইন করবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ، وَرَفْعٍ، وَرُكُوْعٍ، وَسُجُوْدٍ وَقِيَامٍ، وَقُعُوْدٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রতি নিচু, উঁচু, রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো ও দু' সিজদার মাঝখানে বসতে উভয় হাত উঠাতেন।[৩১]

অতএব দেখা গেল হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর রাফউল ইয়াদাইন এর হাদীসে শব্দের দিক দিয়ে মারফু ও মাওকুফ ও সাত প্রকার এযতেরাব হওয়া বিদ্যমান।

আহলে হাদীস বন্ধুগণের দাবী

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। তাদের দাবীর একটি দলিল হলো, বর্ণিত হাদীসে كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ এটি মাযি ইসতিমরারী। সুতরাং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু অবদি রাফউল ইয়াদাইন করেছেন।

উত্তর- ইমাম নববী রহ. বলেন, হযরত আয়েশা রাযি. এর হাদীস,

[২৯]. জুযউ রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৬ হা. ৭৫
[৩০]. জুযউ রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৬ হা. ৭৭
[৩১]. মুশকিলুল আসার ১৩/৪১ হা. ৫১০০

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.

হযরত আবু সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের বেলার নফল নামায সম্পর্কে আয়েশা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাতের বেলার নফল নামায) তের রাকাত পড়তেন। প্রথমে তিনি আট রাকাত নামায পড়তেন। তারপর বিতর পড়তেন। সবশেষে বসে বসে আরো দু' রাকাত নামায পড়তেন।[৩২]

الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه و سلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظه كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها

সঠিক কথা হলো, হাদীসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযের পরে বসে বসে যে দু'রাকাত নামায পড়েছেন, তা মূলত বিতর নামাযের পর নামায পড়া ও নফল নামায বসে পড়া যায় এটা বুঝানোর জন্য। কেননা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর পর বসে দু' রাকাত নামায এক বার দু' বার বা কয়েক বার করেছেন। সর্বদা করেন নি। তবে কেউ যেন كَانَ يُصَلِّى দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে যায়। কেননা অধিকাংশ ও মূলনীতিবিদগণের নিকট كَانَ শব্দ সর্বদা ও বারবার এর অর্থ দেওয়া জরুরী নয়। তবে সেটি এমন কাজ যা আতিতে হয়েছে একবার এমন বুঝায়। তবে যদি বারবার করার অন্য কোন দলিল আসে তবে তা আমল করা যাবে। নতুবা তা দ্বারা সর্বদা ও বারবার হওয়ার দাবি করা যায় না।[৩৩]

---

[৩২]. মুসলিম শরীফ ২/১৬৬ হা. ১৭৫৮ মুসাফিরের নামায, রাতের বেলার নামায এবং নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে কয় রাকাত নামায পড়তেন তার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

[৩৩]. আল মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম প্রসিদ্ধ শরহে নববী ৬/২০ মুসাফিরের নামায, রাতের বেলার নামায এবং নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে কয় রাকাত নামায পড়তেন তার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : { فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى } . قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي حُجَّةٌ عَلَى الْخَلْقِ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ : وَقَدْ صَنَّفَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جُزْءًا مُفْرَدًا وَحَكَى فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ وَحُمَيْدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَعْنِي الرَّفْعَ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَوَاطِنِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَسَنُ أَحَدًا .

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, উভয় হাত উত্তোলন করতেন, এবং যখন রুকু করতেন ও রুকু থেকে মাথা উঠাতেন।

ইমাম বায়হাক্বী রহ. হাদীসটিকে বৃদ্ধি করেছেন, এভাবেই তার নামায মৃত্যু পর্যন্ত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন।

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ আলী ইবনে মাদীনী বলেন, এই হাদীস আমার নিকটে সমস্ত উম্মতের উপর হুজ্জাত বা দলীল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এটা শুনবে, তার উপরেই এটা আমল করা কর্তব্য হবে। কেননা এ হাদীসে কোন প্রকার ত্রুটি নেই।[৩৪]

উত্তর

হাদীসটি যয়ীফ এমনকি মওযু তথা জাল।[৩৫]

হাদীসটির দলিল বায়হাক্বী বললেও বড় আফসোসের বিষয় হল, আস সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী শরিফে নেই। তবে মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার নামক কিতাবে একটি হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : « كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ » هذا مرسل حسن .

---

[৩৪] . নায়লুল আওতার ২/১৯২ হা. ৬৬৮ নামায় অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট পরিচ্ছেদসমূহ, হাত উত্তোলন, বৈশিষ্ট ও স্থানসমূহ অনুচ্ছেদ।

[৩৫] . আসারুস সুনান পৃ. ১৪৯ হা. ৩৯৪ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালীন সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন করেছেন পরিচ্ছেদ।
রফউল ইয়াদাইন পৃ. ১৫

আলি ইবনে হুসাইন রহ. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে নিচু ও উচু হতেন তখন তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বলতেন। এভাবেই তার নামায মৃত্যু পর্যন্ত জারি ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন। হাদীসটি মুরসাল হাসান।[৩৬]

এ হাদীসটিতে রাফউল ইয়াদাইনের কোন কথায় নেই।

আল্লামা শওকানী রহ. এর কথা দ্বারা বুঝা যায় আল্লামা ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন এর সনদে কোন ত্রুটি নেই। অথচ ইহা যে সনদে এসেছে তাতে দু' জন বর্ণনাকারী রয়েছে। ১. আসামা ইবেন মুহাম্মাদ আনসারী। ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন, كذاب يضع الحديث তিনি মিথ্যুক, জাল হাদীস বানান।[৩৭] ২. আব্দুর রহমান ইবনে কুরাইশ। আহমাদ ইবনে আলী আসক্বালানী রহ. বলেন, اتهمه السليمان بوضع الحديث সুলাইমান তাকে জাল হাদীস বানানোর অভিযোগ করেছেন।[৩৮]

অতএব প্রমাণিত হলো যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করেছেন এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।[৩৯]

ইবনে ওমর রাযি. এর আমল তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন না।

عَنْ مُجَاهِد قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ.

হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথায়ও হাত উত্তোলন করেন নি।[৪০]

عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ.

হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রাযি. কে নামাযের শুরুতে হাত উঠানো ব্যতীত আর হাত উঠাতে দেখিনি।[৪১]

---

[৩৬]. মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ২/৪৭২ হা. ৮১৩ নামায অধ্যায়, রুকু ইত্যাদির জন্য তাকবীর।

[৩৭]. লিসানুল মীযান ৩/৪২৫ রা. ৪১৮ আইন পরিচ্ছেদ, নাম আসামা।

[৩৮]. লিসানুল মীযান ৩/৪২৫ রা. ১৬৭১ আইন পরিচ্ছেদ, নাম আব্দুর রহমান।

[৩৯]. আত তা'লীকুল হাসান পৃ. ১৪৯ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালীন সর্বদা রাফউল ইয়াদাইন করেছেন পরিচ্ছেদ।

[৪০]. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৫ হা. ১২৫৫ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

হাদীসটির সনদ সহীহ।

ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

فهذا بن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه و سلم فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعله.

হযরত ইবনে ওমর রাযি. তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর রাফউল ইয়াদাইন করা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় হয়ত তার নিকট রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাফউল ইয়াদাইন করার বিষয় মানসুখ প্রমাণিত হয়েছে।[৪২]

মুহাক্কিকগণের নিকট হাদীস মানসূখ হয়নি। তবে হযরত ইবনে ওমর রাযি. কখনো রফউল ইয়াদাইন করতেন, আবার কখনো রফউল ইয়াদাইন করতেন না।

সন্দেহ নিরসন

অনেকে মনে করেন যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন একটি করবেন, দু'টি নয়। আর সে কারণে একটিকে সহীহ ও অপরটিকে যয়ীফ বা মওজু-জাল বলার প্রবণতা দেখা যায়। অতএব পূর্বে উল্লেখিত রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ের হাদীস সঠিক। রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস যয়ীফ ও সঠিক নয়। এমন বলার সুযোগ নেই। এমন অনেক কিছু পাওয়া যায়, যা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা নিষেধ করেছেন। যেমন-

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ». ثُمَّ رَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِى التُّرَابِ ».

হযরত ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এক সময় রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে

---

৪১. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/২৩৭ হা. ২৪৬৭ নামায অধ্যায়, যারা প্রথম তাকবীরে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন অতঃপর আর করেন নি।

৪২. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৫ হা. ১২৫৫ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

বললেন, কি ব্যাপার? (ওরা তো দেখছি সমস্ত কুকুরই খতম করে চলেছে) এরপর শিকারী কুকুর ও পাহারাদার কুকুর পোষার অনুমতি প্রদান করে বললেন, কুকুর তোমাদের কাজের পাত্র চাটলে সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয় এবং অষ্টমবার মাটির দ্বারা ঘষে মেজে ধুয়ে নেয়।[৪৩]

মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর হাদীসে এযতেরাব-

১. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করবে।

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا.

হযরত আবু ক্বিলাবা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং তার দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখনও তার উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও তার উভয় হাত উঠাতেন, এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।[৪৪]

২. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠা, সিজদা থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন, এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, (তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন) তাতে অতিরিক্ত বাড়িয়েছেন- আর যখন তিনি রুকু করলেন, এরূপ করলেন। আর যখন রুকু

[৪৩] . সহীহ মুসলিম ১/১৬২ হা. ৬৭৯ পবিত্রতা অধ্যায়, কুকুরের চাটা প্রাত্র ও এঁটের বিধান।

[৪৪] . বুখারী ১/১৪৮ হা. ৭৩৭ নামায অধ্যায়, তাকবীরে তাহরীমা রুকু যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো।

থেকে তার মাথা উঠালেন, এরূপ করলেন, আর যখন তিনি সিজদা থেকে স্বীয় মাথা তুললেন, এরূপ করলেন।[৪৫]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৪৬]

৩. তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে উঠা, সিজদায় যাওয়া, সিজদা থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করবে।

عَنْ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِث أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلَاتِه وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে (তাকবীরে তাহরীমার সময়) উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে তার মাথা তুলতেন আর যখন সিজদা করতেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তার হাতদ্বয় তার উভয় কানের লতি বরাবর হতো।[৪৭]

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৪৮]

৪. রুকু এবং সিজদায় রাফয়ে ইয়াদাইন করবে-

عَنْ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِث، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদায় কান বরাবর হাত উঠাতেন।[৪৯]

রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট সবচে শক্তিশালী ও সহীহ হাদীস, যার উপর ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. যে ইবনে ওমর রাযি. ও মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. এর হাদীস গ্রহণ করেছেন, সে সকল বর্ণনাকারীর হাদীস বর্ণনায় ইযতেরাব রয়েছে।

---

[৪৫]. সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

[৪৬]. সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

[৪৭]. সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

[৪৮]. সুনানে নাসায়ী ২/২০৫ হা. ১০৮৫ নামায আরম্ভ করা অধ্যায়, সিজদার জন্য হাত উঠানো।

[৪৯]. মুসনাদে আবী আওয়ানা ২/১৭৫ হা. ১২৬৩ নামায অধ্যায়, নামাযের শুরুতে তাকবীরের পূর্বে কাঁধ বরাবর, রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠতে উভয় হাত উঠানো ও দু' সিজদার মাঝখানে হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

আমরা এ কথার স্বীকার করি যে, রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে উঠতে এছাড়াও অনেক জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন করা বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে আমরা নিম্নের সহীহ হাদীসগুলির আলোকে উক্ত জায়গাগুলিতে রাফউল ইয়াদাইন করি না।

রাফউল ইয়াদাইন না করা

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আলক্বামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মত নামায আদায় করব? এরপর তিনি নামায আদায় করলেন এবং তাতে প্রথম বার অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য সময় হাত তুললেন না।[৫০]

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن

ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর হাদীসটি হাসান।[৫১] আলবানী রহ.ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ « مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ».

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন, তিনি বললেন, আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না।[৫৩]

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে দেখলেন, সাহাবায়ে কেরাম নামাযে রাফউল ইয়াদাইন করছেন। প্রকাশ্য কথা যে তারা রুকুতে যেতে ও উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাহু

[৫০] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[৫১] . তিরমিযি শরীফ ২/৪০ হা. ২৫৭ নামায অধ্যায়, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বার ব্যতীত নামাযে হাত উত্তোলন করেন নি।

[৫২] . সহীহ ও যয়ীফ তিরমিযি ১/২৫৭ হা. ২৫৭

[৫৩] . সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৬ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উদাহরণ দ্বারা রাফউল ইয়াদাইন করা অনুচিত এটা বুঝালেন। অতঃপর বললেন, اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না। দ্বারা রাফউল ইয়াদাইন করা নিষেধ করে দিলেন।

কিন্তু অনেকে উপরোল্লিখিত রাফউল ইয়াদাইন থেকে বিরত থাকার হাদীসটি সালামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। আর সে কারণে তারা বলেন যে, উক্ত পরিচ্ছেদেই হযরত জাবের রাযি. এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। তখন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বলে নামায শেষ করতাম। তিনি (জাবির) হাত দিয়ে উভয় দিকে ইশারা করে দেখালেন। অর্থাৎ সালামের সাথে সাথে হাতে ইশারাও করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা (সালামের সময়) দুষ্ট ঘোড়ার লেজ ঘুরানোর মত দুই হাত দিয়ে ইশারা কর কেন? তোমরা উরুর উপর হাত রেখে ডানে বায়ে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের ভাইদের সালাম দিবে। এরূপ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।[৫৪]

অতএব নিষেধটি সালামের ক্ষেত্রে রুকুতে যেতে ও উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে নয়। তাদের কথাটি সঠিক নয়। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা দু'টি হাদীসই হযরত জাবের রাযি. থেকে প্রমাণিত হলেও দু'টি হাদীসের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে,

১. প্রথম হাদীসটি হযরত তামীম ইবনে তারাফা রহ. হযরত জাবের ইবনে সামূরা থেকে বর্ণিত হাদীস নফল ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছিল, কেননা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কক্ষ থেকে বের হয়ে রাফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। অতঃপর নিষেধ করলেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবনে

[৫৪] . সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৮ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।

ক্বিতবিয়্যাহ রহ. হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম।" এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাহু আআইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জামাতে শরীক ছিলেন।

২. হযরত তামীম রহ. থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ "ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না" এসেছে। তবে হযরত উবায়দ থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে "ধীরস্থিরভাবে নামায পড়" এর কথা হওয়া অমিল। কেননা নামায শেষে ধীরস্থিরভাবে নামায পড়ার কথা আসা মূল্যহীন।

৩. হযরত তামীম রহ. থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? তবে হযরত উবায়দ থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ বা عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ তোমরা (সালামের সময়) দুষ্ট ঘোড়ার লেজ ঘুরানোর মত দুই হাত দিয়ে ইশারা কর কেন?

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঘটনা দু' টো। প্রথমটাতে রাফউল ইয়াদাইন দ্বারা রুকুতে যেতে ও উঠতে ও দ্বিতীয়টাতে ঈমা বা ইশারা শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, তা সালামের সময়।

৪. হযরত তামীম থেকে বর্ণিত হাদীসে دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوْا أَيْدِيْهِمْ তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন কিছু সাহাবী নফল নামাযে মাশগুল। আর তারা রাফউল ইয়াদাইন করছেন।[৫৫] আর হযরত উবায়দ থেকে বর্ণিত হাদীসে নামাযের জামাতে সকল সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। আর সালাম ফেরানোর সময় হাত ইশারা করতে নিষেধ করেছেন।

অতএব পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রথম হাদীসে রুকুতে যেতে ও উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রথম হাদীসটি কুরআনের আয়াতের সাথে মিল আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ এবং আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে বিনম্র ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াও।[৫৬]

[৫৫]. মুসনাদে আহমাদ ৫/৯৩ হা. ২০৯০৫ মুসনাদে কুফীয়্যীন, জাবের ইবনে সামুরা রা. এর হাদীস।

[৫৬]. সুরা বাকারা আয়াত ২৩৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِيْ إِلَّا فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةُ وَحِيْنَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الصَّفَا وَحِيْنَ يَقُوْمُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَحِيْنَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَجْمَعُ وَالْمَقَامَيْنِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাত স্থান ব্যতীত হাত উত্তোলন করবে না, ১. নামায শুরু করতে, ২. মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে কা'বা ঘর দেখতে, ৩. সাফাতে দাঁড়াতে (সায়ী করতে), ৪. মারওয়ায় সায়ী করতে, ৫. আরাফার রাতে মানুষের সাথে অবস্থান করতে, ৬. আরাফা ও মুযদালিফায়, ৭. জমরায়ে উলা ও জমরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপ করতে।[৫৭]

হাদীসটি শক্তিশালী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلاَّ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِن : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ بَلَدٍ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدِ الْجِمَارِ.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা সাত স্থান ব্যতীত হাত উত্তোলন করবে না, ১. যখন নামায শুরু করবে, ২. যখন তুমি শহর থেকে আসবে এবং কা'বা শরীফ দেখবে, ৩. যখন সাফায় সায়ী করবে, ৪. মারওয়ায় সায়ী করবে, ৫. আরাফায় অবস্থান করবে, ৬. আরাফা ও মুযদালিফায় ৭. জমরায়ে উলায় ও জমরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপ করার সময়।[৫৮]

হাদীসটি শক্তিশালী।

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ تُرْفَعُ الْأَيْدِىْ فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِيْ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَفِي التَّكْبِيْرِ لِلْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وِفِي الْعِيْدَيْنِ وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَعَلَي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

---

[৫৭] . আল মুজামুল কাবীর তাবরানী ১১/৩৮৫ হা. ১২১০১ আইন পরিচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসসমূহ।

[৫৮] . আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৯৬ হা. ১৫৯৯৬ মানাসিক অধ্যায়, বায়তুল্লাহ দেখলে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন- সাত স্থানে হাত উত্তোলন করা হবে। ১. নামাযের শুরুতে, ২. বিতর নামাযের কুনূতের উদ্দেশ্যে যখন তাকবীর বলা হবে, ৩. উভয় ঈদের তাকবীরের সময়, ৪. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়, ৫. সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার সময়, ৬. আরাফাহ ও মুযদালিফাহ-য় এবং ৭. জামরায়ে ঊলা ও জামরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপের সময়।[৫৯]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন-উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬০]

খেলাফাতে রাশেদা যুগে রাফউল ইয়াদাইন করা হত না।

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাযি. ও ওমর রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তারা নামাযের শুরুতে ব্যতীত আর হাত উত্তোলন করেন নি।[৬১]

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

হযরত আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওমর রাযি. এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তিনি প্রথম তাকবীরে হাত উত্তোলন করেছেন। অতঃপর আর প্রত্যাবর্তন (হাত উত্তোলন) করেন নি।[৬২]

ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

فهذا عمر رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث وهو حديث صحيح

এই হাদীসে প্রমাণিত যে, হযরত ওমর রাযি. প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত উত্তোলন করতেন না। হাদীসটি সহীহ।[৬৩]

---

[৫৯]. শরহু মাআনিল আসার ২/১৭৮ হা. ৩৫৪২ হজ্জ অধ্যায়, বায়তুল্লাহ দেখে হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

[৬০]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪১ হা. ৬৩৬ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

[৬১]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী ২/৭৯ হা. ২৬৩৬ নামায অধ্যায়, যারা শুধু তাকবীরে তাহরীমাতে রাফউল ইয়াদাইন করতেন।

[৬২]. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৭ হা. ১২৬২ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

[৬৩]. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৭ হা. ১২৬২ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

عن كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِّنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ.

হযরত কুলাইব ইবনে শিহাব রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাযি. নামাযে প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন। অতঃপর পরে আর হাত উঠাতেন না।[৬৪]

মদিনায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল

فَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ فَقَطْ تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ لِمُوَافَقَةِ الْعَمَلِ بِهِ ،

তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু তাকবীরে তাহরীমাতে হাত উত্তোলন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও বারা ইবনে আযিব রাযি. এর হাদীস প্রাধান্য দিয়ে। ইহা ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব মদীনাবাসীর আমল অনুযায়ী।[৬৫]

আর لِمُوَافَقَةِ الْعَمَلِ بِهِ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত, মদিনায় রাফউল ইয়াদাইন করা হতো না।

মক্কায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল

عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلَاةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَاقْتَدِ بِصَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

হযরত মায়মূন আল মক্কি হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. কে নামায পড়াতে দেখেন, তিনি দাঁড়ানোর সময়, রুকু করার সময়, সিজদা করার সময়, এবং দণ্ডায়মান হওয়ার সময় তার উভয় হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. এর নামায সম্পর্কে বলি যে, এইরূপে হাত তুলে নামায পড়তে

---

[৬৪]. শরহু মাআনিল আসার ১/২২৫ হা. ১২৫২ নামায অধ্যায়, রুকু ও সিজদার জন্য তাকবীর, রুকু থেকে উঠতে রাফউল ইয়াদাইন করবে কি না?

[৬৫]. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্বতাসিদ, ইবনে রুশদ, ১/১১৪ নামায় অধ্যায়, দ্বিতীয় জুমলা নামাযের বিষয়, প্রথম পরিচ্ছেদ একাকী নামায, রোকন বিষয়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

আর কাউকে দেখিনি। তখন তিনি বলেন, যদি তুমি রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাও, তবে ইবনে যুবায়র রাযি. এর নামাযের অনুসরণ করো।[৬৬]

আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৬৭]

৬৪ হিজরী পর্যন্ত মক্কায় রাফউল ইয়াদাইন করা হতো না। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাযি. এর গভর্ণর হওয়ার পর রাফউল ইয়াদাইন শুরু হয়।[৬৮]

সাহাবী ও তাবেয়ী যুগে রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ، قَالَ وَكِيعٌ : ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ.

হযরত আবু ইসহাক রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. ও আলী রাযি. এর ছাত্রগণ নামাযের শুরুতে ব্যতীরেকে হাত উত্তোলন করতেন না। ওয়াকী রহ. বলেন, অতঃপর তারা আর প্রত্যাবর্তন (আর হাত উত্তোলন) করতেন না।[৬৯] আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।[৭০]

রাফউল ইয়াদাইনের উপর রাফউল ইয়াদাইন না করার প্রাধান্যতা

১. রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস কুরআনের আয়াতের সাথে মিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** এবং আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে বিনম্র ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াও।[৭১]

২. রাফউল ইয়াদাইন করার হাদীস (ফে'লী) তথা আমলি। আর রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস (ফেলী ও ক্বওলী) মৌখিকি ও আমলি। অতএব রাফউল ইয়াদাইন করা ও না করার হাদীস একে অপরের বিপরীত হলেও মৌখিকি আমলের বৈপরীত্য নয়।

« مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِى الصَّلاَةِ ».

---

৬৬. সুনানে আবু দাউদ ১/২৬৯ হা. ৭৩৯ নামায অধ্যায়, নামায শুরু করা পরিচ্ছেদ।

৬৭. সহীহ আবু দাউদ ১/১৪২ হা. ৬৭৪

৬৮. রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৭

৬৯. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/২৩৬ হা. ২৪৬১ নামায অধ্যায়, যারা প্রথম তাকবীরে হাত উঠান আর প্রত্যাবর্তন করেন না।

৭০. আসারুস সুনান পৃ. ১৫৮ হা. ৪০৭ নামায অধ্যায়, রাফউল ইয়াদাইন না করা পরিচ্ছেদ।

৭১. সুরা বাকারা আয়াত ২৩৮

আমি তোমাদের হাত উঠাতে কেন দেখি? মনে হয় যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। ধীরস্থিরভাবে নামায পড়, নড়াচড়া করো না।[৭২]

৩. রাফউল ইয়াদাইন এর বর্ণনাকারী সাহাবীগণের আমল সর্বদা নয়। তবে রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসে বিশেষভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর আমল সর্বদা।

৪. নবুওয়াতী যুগে (আহদে রিসালাত) রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল বেশী ও রাফউল ইয়াদাইন এর আমল কম।

৫. খেলাফাতে রাশেদায় রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল ছিল।

৬. প্রসিদ্ধ ইসলামী মারকায মদীনাতে ইমাম মালেক রহ. পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল জারী ছিল। মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর আগ পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন না করার আমল জারী ছিল।[৭৩]

অতএব রাফউল ইয়াদাইন করা থেকে না করা প্রধান্যতাই পাওয়ারই উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক বুঝ ও সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, জাক্তাই, চট্টগ্রাম।

১০ মুহাররম ১৪৩৭ হিজরী
২৪ অক্টোবর ২০১৫ ঈসায়ী
দুপুর: ১২: ১৫ মিনিট

[৭২]. সহীহ মুসলিম ২/২৯ হা. ৯৯৬ নামায অধ্যায়, নামাযের মধ্যে শান্তভাবে অবস্থান করার নির্দেশ।
[৭৩]. রাফউল ইয়াদাইন পৃ. ৭৮-৮০